

আস্কাৰ ওয়াইল্ড

ডেৰিয়ান গ্ৰে

ছবি

অনুবাদক—ভবানী মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ

মে—১৯৫৩

প্রকাশক :

সুনীল দাশগুপ্ত

নব ভারতী

৫, গ্রামাচরণ দেবীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

প্রফুল্লকুমার বসু

দি প্রিন্টিং হাউস,

১২৪বি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদভূষণ—অণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

ভারত প্রেস

২২।১।এ, ডিকসন লেন,

কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রী সাগরময় ঘোষ

বন্ধুবরেষু—

— এই লেখকের —

উপন্যাস

স্বর্গ হইতে বিদায়
কালোরাত
একালিনী নায়িকা
অগ্নিরথের সারথি
কান্নাহাসির দোলায়

গল্প

নির্জন গৃহকোণে
যথা পূর্বং
সেই মেয়েটি .

অনুবাদ

বিপ্লবী যোবন
ওয়ান ওয়ার্ল্ড
মাদার রাশিয়া
ক্ষুরস্ত্র ধারা

ছোটদের

মহাজীবন

ভূমিকা

অস্কার ওয়াইল্ডের জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা তাঁর বিচার আর কারাদণ্ড। ওয়াইল্ডের অপরাধ সম্পর্কে বিচারক বলেছিলেন “Corruption of the most hideous kind among young men”—বেচারী অস্কার! প্রজাপতিকে যেন ঝাতাকলে পিষে মারা হ’ল। অস্কারের মত-সুক্ষ্ম-সংবেদনশীল ব্যক্তি বীভৎস ব্যাভিচারীর দুর্গামে কলংকিত হলেন।

অস্কারের শ্লেষাত্মক ছোট কবিতা, গভীর সৌন্দর্য্যভূতি ও মনোভংগী, ‘আর্টের জগ্গই আর্ট’ এই নীতির প্রচারকের উপযুক্ত। এই কল্পনাবিলাসী মানুষটিকে রুঢ় বাস্তবতা ও মধ্যবিত্তের সমাজনীতির নিরিখে কি বিচার করা যায়? বিচারকের রায় শুনে আদালতে ‘সেম’ ‘সেম’ ধ্বনি উঠেছিল। যে-আইনের নাগপাশে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন তার বিরুদ্ধে এই ক্ষীণ প্রতিবাদ। অস্কার ওয়াইল্ডের বিচার কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ—Trials of Oscar Wilde গ্রন্থে পাওয়া যায়, এই বিখ্যাত-বিচারের সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ করণ কাহিনী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস যে ওয়াইল্ডকে একটা নৈতিক প্রশ্নের জগ্গ সর্বনাশ ও অখ্যাতি বরণ করতে হয়েছিল। সাফল্যের মুহূর্তে ভাগ্য আর নিজস্ব প্রকৃতির ক্রটীর ফলে তাঁর সর্বনাশ ঘটেছে। যে-সংকীর্ণমনা জনসাধারণকে তিনি উপহাস করেছেন, সবুজ কারাগেশন তাদের কাছে প্রয়োজনহীন।

খ্যাতি ও সৌভাগ্যের পথ যখন সামনে প্রসারিত তখন মাকু’ইস

অব কুইনসবেরীর আকৃতিতে অদৃষ্ট পুরুষ এসে পথরোধ করে দাঁড়ালেন। মাকু'ইস তাঁর বাইশ বছরের ছেলে এলফ্রেডকে অস্কারের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন। অস্কারের বয়স তখন চল্লিশ। কুইনসবেরী লোকটি তেমন ভালো ছিলেন না, স্ত্রীর প্রতি পৈশাচিক ব্যবহার ও ছেলেদের ওপর নির্মম অত্যাচার করে তিনি সকলের অপ্রিয় হয়েছিলেন। অস্কারের ওপর তাঁর ছিল অসীম ঘৃণা ও তীব্র বিতৃষ্ণা। তিনি অস্কার ওয়াইল্ড সম্পর্কে বলেন—‘Posing as a sodomite’। হঠকারিতার বশে ওয়াইল্ড এই অভিযোগের প্রতিবাদ করলেন, তাকে সমর্থন করলেন মাকু'ইস তনয় লর্ড এলফ্রেড ডাগলাস। নৃশংস মাকু'ইসকে জব্দ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ওয়াইল্ড মাকু'ইসকে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত করলেন।

ওলড্ বেইলীর আদালতে স্ত্রীবিচারের আশায় অস্কারের যাওয়া উচিত হয়নি। সন্দেহজনক চরিত্রের রহ যুবকের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তারা এলফ্রেড ডাগলাসকে লিখিত ওয়াইল্ডের কয়েকটি চিঠির জন্য ইতিমধ্যেই তাঁকে ব্র্যাকমেল করার চেষ্টায় ছিল। তাদের মধ্যে একজন বলেছিল—“A very curious construction could be put on the letters.” এমন সংকটজনক অবস্থাতেও রহস্ত করে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—“Art is rarely intelligible to the criminal classes.”

মাকু'ইস অভিযোগ সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট এন্ডের আস্তাকুঁড়ে সন্ধান করে চার্লস ব্রকফিল্ডকে সংগ্রহ করলেন। এই অভিনেতাটি অস্কারের এক নাটকে অভিনয় করতেন, আর নাট্যকারের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল তীব্র ঘৃণা আর ভীষণ বিদ্বেষ। উভয়ের চেষ্টায় কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল যুবকও পাওয়া গেল। ওয়াইল্ড নেহাৎ অবিবেচকের মত একদা তাদের সংগে মেলা মেশা করতেন।

অস্কারের বন্ধুরা আসন্ন বিপদের আশংকায় উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে দেশত্যাগ করতে পরামর্শ দিলেন, সে উপদেশ কিন্তু তিনি গ্রহণ করলেন না। বিচারের পূর্বদিন লর্ড ডাগলাস, ফ্রাঙ্ক হ্যারিস আর জর্জ-বার্ণার্ড শ' তিনজনে একত্রে লাঞ্চ খেলেন। হ্যারিস ও শ সম্ভাব্য বিপদের কথা উল্লেখ করে অস্কারকে বিদেশ যাত্রা করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু অস্কার রাজী হলেন না, তাঁকে সমর্থন করলেন লর্ড ডাগলাস। মার্কুইস অব কুইনস্‌বেরীর পক্ষ সমর্থনে দাঁড়ালেন কুইনস্‌কাউন্সেল এডওয়ার্ড কারসন। ইনি পরে মন্ত্রী ও আইনের লর্ড হয়েছিলেন। ডাবলিনের টিনিটি কলেজে অস্কার আর কারসন উভয়ে ছিলেন সহপাঠী। একথা শুনে অস্কার মন্তব্য করলেন—“No doubt he will perform the task with all the added bitterness of an old friend.” অস্কারের এই কথা সত্য হয়েছিল। কারসনের জেরা আজো আইনজীবীদের আদর্শ।

জেরার মুখে অস্কার বলেছিলেন - “চিন্তার মধ্যে স্থনীতি-দুর্নীতি বলে কিছু নেই। আছে শুধু দুর্নীতিমূলক ভাবাবেগ।”

“তাহ'লে বিকৃত নীতি স্বল্পলিত গ্রন্থকেও ভালো বলা যায়?”

—“যে-গ্রন্থ প্রকৃত শিল্পকর্ম সে কোনো মতবাদ প্রচার করে না।”

—“ডোরিয়ান গ্রে'র ছবি বইটিকে বিকৃত রুচির উপস্থাপন বলা যায়?”

—“শুধু যারা বর্বর আর অশিক্ষিত তারা তাই মনে করবে।”

—“ডোরিয়ান গ্রে'র প্রতি শিল্পী বেসিলের স্নেহ ও ভালোবাসা সাধারণ ব্যক্তির কাছে একটা বিশেষ রুচির পরিচায়ক নয় কি?”

—“সাধারণ ব্যক্তির মত ও মনোভাব সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই।”

কারসন বুঝলেন অস্কারের স্লেষবাক্যের বর্মভেদ করা কঠিন।

তিনি এলফ্রেডকে লিখিত ওয়াইলডের চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে বলেন —
“আপনি কি ডাগলাসকে ভালোবাসেন?”

অস্কার—“না, তবে তাকে আমার ভালো লাগে। চিঠিটা একটি কবিতা—সাধারণ চিঠি নয়—এরপর হয়ত বলবেন King Lear—বা সেক্সপীয়রের কোনো সনেট হয়ত রুচিসঙ্গত নয়।”

সাক্ষ্য এবং জেরার ফলে মামলার অবস্থা বুঝে ওয়াইলডের পক্ষের উকীলরা মামলা তুলে নিতে বললেন। তার অর্থ কুইনস্বেরীর অভিযোগ মেনে নেওয়া। আদালত তাঁকে দেশত্যাগ করার সময় দিলেন। ব্যাংক থেকে টাকাকড়ি তুলে তিনি দেশত্যাগ করার উপক্রম করছেন এমন সময় গ্রেপ্তার হয়ে আবার আদালতে এসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। এইবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—“What is the love that dare not speak its name?” অস্কার এই প্রশ্নের যা উত্তর দিয়েছিলেন আদালত ও সাহিত্যের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয়। এই গ্রন্থের সংগেও তার যোগ আছে। তিনি উত্তর দিলেন—“The love that dare not speak its name in this country is such a great affection as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his Philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect...It is in this Century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the Love that dare not speak its name, and on account of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection, There is nothing unnatural about it.”

এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা আদালত কক্ষে এমন প্রচণ্ড প্রশস্তিলাভ করে

যে বিচারক দর্শকদের আদালত কক্ষ থেকে বিতাড়িত করার হুমকী দেন, আর জুরীর একমত হ'তে পারেন নি।

ডোরিয়ান গ্রে'র ছবি গ্রন্থটির মধ্যে অস্কার ওয়াইল্ডের উপরোক্ত অভিমতটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ডোরিয়ান গ্রে গ্রন্থটি তাই একধারে রূপক ও বাস্তব উপন্যাস। গভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে অস্কার একবার বলেছিলেন—“No, I do not seek happiness, but pleasure, which is much more tragic,” এই বাক্যটিতে শুধু যে ওয়াইল্ডের জীবন বেদ প্রচ্ছন্ন আছে তা নয়—এর মধ্যে আধুনিককালের রূপক ‘পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে’র সারমর্ম বলা হয়েছে। ভালো এবং মন্দে'র দ্বন্দে' তরুণ নায়ক ডোরিয়ান গ্রে'কে একটা পথ বেছে নিতে হয়েছে। ‘ডোরিয়ান গ্রে'র ছবি’ গ্রন্থটি ‘আর্টের জগতই আর্ট’ নীতির পাঁচালী বলে অভিহিত করলেও, অবশেষে তিনি স্বীকার করেছিলেন গ্রন্থটির অন্তর্নিহিত নীতিকথা বা মর্যাদা অতি নিদারুণ। তিনি প্রশ্ন করেছেন—“এই ক্রটি কি শিল্পগত? আমার মনে হয় তাই, বইটির এই একমাত্র ক্রটি!”

বুথাই ওয়াইল্ড প্রতিবাদ করেছেন—সুন্দর রসবস্তুর ভেতর যারা কদর্য অর্থ খুঁজে পায় তারা ব্যাভিচারী। বুথাই তিনি তাঁর সমালোচকদের সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছেন যে তাঁর গ্রন্থে যে সব পাপ আর অনাচারের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন সে সব তাঁদেরই আবিষ্কার।

যে বিখ্যাত রচনা এতখানি আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, যার জগৎ এত প্রতিবাদ, পরবর্তীকালে এডওয়ার্ড কারসন যে-গ্রন্থটি হাতিয়ার করে পর পর তিনটি ওয়াইল্ড মামলায় খ্যাতিলাভ করেছেন—তা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়—‘Lippincott's Magazine’ নামক নীতি-বাগীশ অভিজাত মার্কিন পত্রিকায়। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের দ্বারা

রচিত একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস তাঁরা প্রতি সংখ্যায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা শুধু জুলাই, ১৮২০ সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাসটি প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হ'ন নি, ১৮২০ খৃষ্টাব্দের সাহিত্য সঙ্কলনেও ডোরিয়ান গ্রে গ্রন্থটিকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন। সমসাময়িক অগ্ৰাণ্য লেখকরা আজ সবাই বিশ্ব্তির অতল তলে মিলিয়ে গিয়েছেন, Lippincott মাসিক পত্রিকার সম্পাদকরা ডোরিয়ান গ্রে গ্রন্থটিকে একটি 'মাষ্টারপীস্' বা মহৎ শিল্পকর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই উপন্যাসটির চিরবধমান জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ—একই গ্রন্থের এত রকমের সংস্করণ এক সংগে আর বড় দেখা যায় না। অনুমোদিত সংস্করণ ছাড়া চোরাই সংস্করণও প্রচুর। অনুমোদিত সংস্করণে বেসিল হলওয়ার্ডের 'শিল্পীর কৈফিয়ৎ' নামক অংশটি নেই। সুতরাং বর্তমান অনুবাদগ্রন্থে আমিও তা গ্রহণ করিনি।

এই গ্রন্থ রচনাকালে অসকার ওয়াইল্ডের বয়স ছত্রিশ, তিনি বিবাহিত এবং বিশেষ অর্থকষ্টে বিব্রত। চিরদিন শুধু তিনি আটের খাতিরে কাজ করে এসেছেন এবার অর্থের মোহে রচনায় হাত দিলেন। কিন্তু আর্ট-বা-অর্থ, দুটি বস্তুর যে কোনো একটির মোহে তিনি লিখে থাকুন—এই গ্রন্থে ওয়াইল্ড স্বপ্রকাশ, ওয়াইল্ডের প্রতিভার সারাংশের ডোরিয়ান গ্রে'র ছবি। ওয়াইল্ডের যা কিছু ক্রটি, যা মহৎ, তাঁর যা কিছু সঙ্গুণ,—যা মহত্তর, তা এই গ্রন্থে পরিস্ফুট। ফ্লেবোর যেমন আপনাকে মাদাম বোভারী বলে স্বীকার করেছিলেন, ওয়াইল্ডও হয়ত তেমনই বলতে পারতেন তিনিই ডোরিয়ান।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্ড লক এণ্ড কোম্পানী আরো তেরটি অতিরিক্ত পরিচ্ছেদ সংযোগ করে এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। প্রকাশক অনুবাদ করেছিলেন—“ডোরিয়ানকে কি আর একটু বাঁচিয়ে রাখা যায় না?—অনুশোচনার ফলে সে কি সং হ'তে পারে না?”